ইতিহাসে আধ্যাত্মিকতা।

(অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম, এ,)

একবার এক বাবাজীর মুখে শুনেছিলাম শ্রীচৈতন্যদেব ব'লে কোনো মানুষ বাঙ্গলা দেশে জন্মায় নাই। নবদ্বীপ হ'চ্ছে নবদ্বারযুক্ত দেহবিশিষ্ট মানুষ। তাঁর যখন শুদ্ধ চৈতন্যের উদয় হয়, তখন দ্বৈতজ্ঞান একেবারেই চ'লে যায় এবং অখণ্ড চিরন্তন আনন্দরসে সে নিমজ্জিত হ'য়ে যায়। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতর ভিতর দিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই মহাতত্ত্বটী ফুটিয়ে তুলেছেন। বাবাজী আরো বলেছিলেন, "বাপুহে, যদি তোমার দেশটাকে ঠিক চিন্‌তে চাও, ত' এইটুকু মনে রেখো যে এদেশের অতীতটা আধ্যাত্মিক, বর্ত্তমানটা আধিভৌতিক আর ভবিষ্যৎটা আধিতামসিক। জিজ্ঞাসা করলাম, এদেশের ইতিহাসটাও কি আধ্যাত্মিক ভাবেই বুঝ্‌তে হবে?" বাবাজী তাঁর কেশহীন মস্তকটী ঝড়ে দোলা বেলের মতন আন্দোলিত ক'রে বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই, একেবারে বিকট আধ্যাত্মিক"। বল্‌লাম, "দয়া ক'রে যদি বুঝিয়ে দেন, ত'—"কথাটা শেষ ক'রতে নাদিয়ে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "দরকার হবেনা। আশীর্ব্বাদ করি আপনা হতেই এ জ্ঞান তোমার স্ফুরিত হ'য়ে উঠ্‌বে।"

আমি ভক্তিভরে তাঁর শ্রীচরণের ধুলি নিয়ে মাথায় দিলাম।

তাঁর কৃপায় আজ আমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হ'য়েছে। বেশ বুঝেছি ইতিহাস একটা বিরাট্ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, ইতিহাস দর্শন। অন্য দর্শনের রচয়িতা আছে, এ দর্শনের রচয়িতা নাই, একেবারে অপৌরুষেয়; অথচ এ'তে সকল দর্শনেরই বেশ একটা সমন্বয় আছে।

ইতিহাসে যে রাজাগুলির নাম পাই, সেগুলি কাল্পনিক। শুদ্ধোদন, হর্ষবর্দ্ধন, এরা কোনো কালেই রক্তমাংসের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসে নাই। এগুলি হচ্ছে সাধনার স্তর, মুক্তির সোপান বা সাধকের এক একটা অবস্থা।

শুদ্ধোদন কথাটীর ব্যাস বাক্য হচ্ছে শুদ্ধ হ'য়েছে ওদন অর্থাৎ আহার্য্য যা'র। তবেই দেখা গেল শুদ্ধোদন অর্থে বিশুদ্ধাহারী। উপনিষৎ ব'লেছেন, "আহার শুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধে ধ্রুবা স্মৃতিঃ," আহার যদি সম্বদ্ধ অর্থাৎ সাত্বিক হয় ত বুদ্ধটাও নির্ম্মল হয়ে যায়।

এই কারণেই শুদ্ধোদনের পর আসে বুদ্ধ।

গীতা বল্‌ছেন, "গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।

পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যার সে পণ্ডিত। যার বুদ্ধি উজ্জ্বল হ'য়েছে সে মৃত কি জীবিত কারুর জন্য শোক করে না।

কাজেই সাধক যেই বুদ্ধ হন, অমনি তিনি অশোক হয়ে পড়েন।

সাধনায় এতটা অগ্রসর হ'লে, মাটীর পৃথিবী আর তাকে বেঁধে রা'খ্‌তে পারে না। তখন সে প্রথমে চ'লে যায় চন্দ্রলোকে। সেখানে সে থাকে মর্ত্ত্যলোকের চোখের আড়ালে গুপ্তভাবে। মরণশীল জগৎটার বিষদৃষ্টি থেকে চন্দ্রলোকে তা'কে গুপ্ত ক'রে রাখে। কাজেই সাধক তখন চন্দ্রগুপ্ত।

কিন্তু সেই তার শেষ পরিণতি নয়। যেখান থেকে সে চ'লে যায় সূর্য্যলোকে। সূর্য্যের অপর নাম আদিত্য। বিক্রম অর্থাৎ পদক্ষেপ হয়েছে আদিত্যে যা'র সে বিক্রমাদিত্য।

বেদান্তে একটা সূত্র আছে "আনন্দময়োৎভ্যাসাৎ"। অর্থাৎ ব্রহ্মা আনন্দময় একথা বারবার উপনিষদে বলা হ'য়েছে। উপনিষদেও আছে "রসো বৈ সঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে "তত্ত্বমসি

শ্বেড কেতো"—উপদেশে বুঝ্‌তে পারি ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব-সাধনেই সাধনার পরিসমাপ্তি। এর চেয়ে বড় লাভ আর নাই—"যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। এ লাভে জীব কি হয়? উপনিষৎ বল্‌ছেন, "লব্ধানন্দীভবতি"। সেই আনন্দঘন ব্রহ্মে লীন হ'য়ে জীব আনন্দ স্বরূপ হ'য়ে যায়। সাধকের এই অবস্থার নাম হর্ষবর্দ্ধন।

কিন্তু এই যে সাধনার পথ, এপথে বাধাও বড় কম নয়। তাই দেখি ডেরিয়াস্, আলেকজান্দার, মহম্মদ ঘোরের নাম ইতিহাস দর্শন উল্লেখ করেছেন।

ডেরিয়াস্ (Darius) এর ঠিক উচ্চারণ দরায়ুস্। অর্থাৎ আয়ুঃকে যে দীর্ণ ধ্বংশ ক'র্‌তে চায়। জীবনই যদি নষ্ট হ'য়ে গে'ল ত' সাধনা সম্ভব হ্‌বে কেমন ক'রে?

আলেকজান্দার এদেশের বর্ত্তমান বিখ্যাত পণ্ডিতদের মতে অলীক সুন্দর। অলীক অর্থে মিথ্যা; তাহলে অলীক সুন্দর মানে যা' মিথ্যা অথচ সুন্দর অর্থাৎ এই মায়া প্রপঞ্চময় জগৎ।

তারপর মহম্মদ ঘোর। মহম্মদ ঘোর তিনটী কথার সমন্বয়, —মোহ, মদ, ঘোর। মোহ অর্থে অজ্ঞান, মদ অর্থে অহমিকা, ঘোর অর্থে নেশা বা Infatuation, অর্থাৎ যা'কে বলে তামসিক ভাব।

ইতিহাস দর্শনে আরও দুই একটী রাজার নাম পাই। যেমন পুষ্পমিত্র, মহাপদ্মনন্দ ইত্যাদি। এগুলিও রূপক।

পুষ্প অর্থে ফুল, মিত্র অর্থে সূর্য্য। অতএব পুষ্পমিত্র মানে যে সূর্য্যমুখী ফুল তা'তে সন্দেহ নাই। সাকারের ভিতর দিয়ে নিরাকারের উপলব্ধি হয়। সাকারকে পূজা কর্‌তে ফুল চাই পুষ্পমিত্রে এই তত্ত্বটীরই ইঙ্গিত পাচ্ছি। পুষ্পমিত্রের আর একটা অর্থ সম্ভব।

পুষ্পের মিত্র অর্থাৎ বন্ধু হচ্ছে ভ্রমর। হঠযোগ প্রদীপিকায় ভ্রামরী নামে একরকম প্রাণায়াম আছে। সে প্রাণায়ামটাও চিত্তশুদ্ধির একটা বড় উপায়।

তারপর মহাপদ্মনন্দ। শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, অষ্টাবক্রসংহতিা সকল সংহিতাতেই সাধনার উপযোগিতার দিক্ দিয়ে পদ্মাসনের খুবই প্রশংসা আছে। এ আসনে ব'সলে সত্যিই কেমন যেন একটা স্বস্তি, একটা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায়।

এই সবহ'তে আমাদের ইতিহাস যে শুধু facts and figures এর Dry Record নয়, সর্ব্ব নিবিড়ভাবে আধ্যাত্মিক একথা বুঝ্তে মোটেই বাকী থাকে না।

শৈশব হতে ইতিহাস নিয়ে কত নাড়াচাড়া ক'রেছি, কিন্তু তা'র স্বরূপ ধরা পড়্ল জীবনের এই মধ্যপথে এ'সে। এরকম কত জিনিষই যে বর্ণচোরা আমের মতন আত্মগোপন ক'রে আছে কে বল্তে পারে।

এখন

নত্বা বাবাজিনং ভক্ত্যাচিত্তধ্বান্তবিনাশকম্।
সংসার সাগরং তর্ত্তুমিতিহাসাশ্রয়স্তজে ॥